

## আবিদজানের বাতাশে বিষ, সরকারের পদত্যাগ

কাজী জহিরুল ইসলাম

রাত তখন দেড়টা। টেলিফোন বাজছে। এত রাতে কে ফোন করলো? মাঝরাতের টেলিফোন মানেই দুঃসংবাদ। আমার বড় খালু যেদিন মারা যায় সেদিনও মাঝরাতের টেলিফোন এসেছিল। ওপাশ থেকে অ্যাডামের শীতল কণ্ঠ ভেসে এলো। অ্যাডাম আলবাগির আমার সহকর্মী। সিভিল অ্যাফেয়ার্স অফিসার। অমায়িক মানুষ। বাড়ি নাইজেরিয়া। ও বললো, এতো রাতে তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। শোন, অবস্থা বেশি ভালো না। যে কোন সময় ইভাকুয়েশনও হতে পারে। তোমার যেহেতু ছোট ছোট বাচ্চা আছে তাই খবরটা তোমাকে এখনই দেয়া প্রয়োজন মনে করলাম। মারামারি লেগেছে? ও বললো, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আবিদজানের বাতাশে এখন বিষ ভেসে বেড়াচ্ছে। কারা যেন আবিদজানের ছয়টি স্পটে বিষাক্ত টক্সিড ডাম্প করেছে। একটা মহামারি লেগে যাবে। বাচ্চাদের বাইরে যেতে দিও না। আর সবসময় রেডিও অন করে রেখো। রেডিও মানে হলো আমাদের ওয়াকি-টকি। অনুসির সিকিউরিটি সেকশন যে কোন বিপদ-আপদের খবর এই রেডিওর মাধ্যমে আমাদেরকে আগাম জানিয়ে দেয়। আমি বললাম, টক্সিড কি? ও বললো, আমিও জানিনা। তবে যা বুঝতে পারছি, টক্সিড হলো বিষাক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বর্জ্য। বাতাশে বা পানিতে কন্টামিনেশন হলে জনজীবনের জন্য তা এক ভয়াবহ হুমকি। এরি মধ্যে নাকি হাজার তিনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে আর তিনজন মারা গেছে। বল কি?



পরদিন সকালে আমাদের আর অফিসে যেতে হলো না। রেডিওতে ঘোষণা করা হলো পরবর্তি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা যেন বাসা থেকে না বের হই। আর সমবয়সী যেন ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করে এসি চালিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকি। আমার বাসায় তিনটা বেডরুম। একটা রুমের এসি নষ্ট। লিভিং রুমে কোন এসি নেই। এটাই আবিদজানের কালচার। ওরা লিভিং রুমে এসি লাগায় না। সুতরাং

আমাদের চারজনের পৃথিবী এখন ছোট ছোট দুটি শোবার ঘর। কানের কাছে রেডিও লাগিয়ে বসে আছি। যেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছি। যে কোন সময় ইয়াহিয়া খানের আত্মসমর্পনের খবর শুনে লাফিয়ে উঠবো। তেমন কোন সুসংবাদ এলো না। কোন বিপদ যদি দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করে তাহলে সেটার ভয়াবহতা আস্তে আস্তে কমে আসে। ক্যানসার আক্রান্ত মানুষ প্রথমদিন যখন শোনে তার ক্যানসার হয়েছে তখন সে অর্ধেক মরে যায়। কিছুদিন পরে এই ভয়াবহ রোগ শরীরে ধারণ করে সে তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করে। বিকেলের দিকে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম এবং সন্ধ্যার পরে আবার প্রায় আগের মতোই লিভিংরুমে বসে টিভি দেখতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রী মুক্তি বললো, ঢাকার বাতাসে যে পরিমান সীসা ভেসে বেড়ায়, সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে যখন বৈঁচে আছি, তখন এই টক্সিড আমাদের কিছুই করতে পারবে না। মরার আগে মরে কোন লাভ নেই। আমরা মরার আগে বৈঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।



৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬। আজ সকালে অফিসে এসে শুনি টক্সিড ইস্যুকে কেন্দ্র করে আইভরিয়ান সরকার গতকাল পদত্যাগ করেছে। সরকারের নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বেনি ৩০ মন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগপত্র পেশ করেন প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবোর কাছে। এই বিষয়ে আরো খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, আবিদজানের ৭টি স্পটে তৈল শোধনাগারের ৫২৮ কিউবিক মিটার বিষাক্ত বর্জ্য ডাম্প করেছে প্রোবো কোয়ালা নমক একটি জাহাজ। ডাম্প করেছে আগস্ট মাসের ১৯/২০ তারিখে। এই জাহাজটি চাটার করেছে নেদারল্যান্ডসে নিবন্ধিত একটি কম্পানি। কম্পানিটি সরকারের অনুমতি নিয়েই এই বর্জ্য ডাম্প করেছে। এটাই হলো সরকারের বড় ব্যর্থতা। ব্যর্থতার দায় মাথা পেতে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনি। পদত্যাগ করেছেন নির্দিধায়। আশ্চর্য ব্যাপার। আমার মনে আছে, লঞ্চডুবিতে যখন শত শত লোক মারা যাচ্ছিলো তখন এক সাংবাদিক আমাদের সাবেক নৌ-পরিবহন

মন্ত্রী মরহুম আকবর হোসেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি পদত্যাগ করবেন? তিনি ঝাঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, আমি পদত্যাগ করলে সমস্যার সমাধার করবে কে? কি কনফিডেন্স! আইভরিয়ান সরকারের এই কনফিডেন্স নেই। আইভরিয়ান পরিবেশ মন্ত্রী বলেছেন, টক্সিড ম্যানেজমেন্ট নো-হাউ আমাদের নেই। বিদেশ থেকে এক্সপার্ট আনা হয়েছে, ওরা বলতে পারবে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায়। অবাক হয়ে যাই এ দেশের মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা দেখে। মানুষের জীবন নিয়ে ওরা খেলে না। চেয়ার আঁকড়ে পড়ে থাকে না। চেয়ারের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি এটা আকবর হোসেন গংরা না বুঝলেও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মন্ত্রীরা এখনো বোঝেন।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬  
আবিদজান, আইভরিকোস্ট